বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
ময়মনসিংহ
জরুরী বিজ্ঞপ্তি

নং শা-১/৮৮৭/সংস্থাপন

তারিখঃ ০১.১২.২০২১

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা কর্তৃক নতুন কোভিড-১৯ ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন (B.1.1.529) নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে অপর পৃষ্টায় মুদ্রিত পত্রের নির্দেশনাসমূহ কঠোরভাবে বাস্তবায়নের জন্য সকলকে অনুরোধ করা হলো।

ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয় এর আদেশক্রমে
স্বাঃ/-রেজিস্ট্রার
তারিখ ঃ ০১.১২.২০২১

মেমো নং শা-১/৮৮৭(১২০)/সংস্থাপন

অবগতি ও সকলের মাঝে প্রচারের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলো-

১. সকল অনুষদীয় ডিন/কো-অর্ডিনেটর, উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কমিটি/ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা।
২. রেজিস্ট্রার/ট্রেজারার/পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক/পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন।
৩. পরিচালক, জিটিআই/বাউরেস/বাউএক/প্রফেসর মুহাম্মদ হোসেন কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরি/প্রফেসর গোলাম আলী ফকির সীড প্যাথলজি সেন্টার/ইনস্টিটিউট অভ্ এগ্রিবিজনেজ অ্যান্ড ডেভেলেপমেন্ট স্টাডিজ/কৃষি মিউজিয়াম/পরিবহন/আইসিটি সেল/পিজিডি-ইন-আইসিটি প্রকল্প/ইন্টারডিসিপ্লনারি ইনস্টিটিউট ফর ফুড সিকিউরিটি/ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এ্যাসুর‍্যান্স সেল/নিরাপত্তা কাউন্সিল/মাৎস্য বিজ্ঞান মাঠ গবেষণা কমপ্লেক্স/হাওর ও চর উন্নয়ন ইনস্টিটিউট/ফিস মিউজিয়াম এন্ড জার্মপ্লাজম সেন্টার/ইন্টারন্যাশনাল ডেস্ক/ফ্যাবল্যাব।
৪. প্রধান, সকল বিভাগ।
৫. পরিচালক, ভেটেরিনারি টিচিং হাসপাতাল।
৬. প্রভোষ্ট, সকল হল এবং সুপার, পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এম. এ ওয়াজেদ মিয়া পি-এইচ.ডি ডরমেটরি।
৭. প্রোক্টর।
৮. গ্রন্থাগারিক।
৯. চীফ মেডিকেল অফিসার।
১০. প্রধান, খামার তত্ত্বাবধায়ক।
১১. প্রধান প্রকৌশলী।
১২. পরিচালক, জনসংযোগ ও প্রকাশনা/ক্রীড়া প্রশিক্ষণ ।
১৩. প্রধান যন্ত্র প্রকৌশলী।
১৪. এডিশনাল রেজিস্ট্রার (সংস্থাপন)-২/৩।
১৫. চীফ সিকিউরিটি অফিসার।
১৬. এডিশনাল রেজিস্ট্রার (শিক্ষা)।
১৭. এডিশনাল রেজিস্ট্রার (সংস্থাপন)-৪/৫।
১৮. প্রধান, সকল শাখা/অফিস।
১৯. নির্বাহী মেডিকেল অফিসার, স্বাস্থ্য প্রতিষেধক শাখা।
২০. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বাকৃবি অতিথি ভবন ও কমিউনিটি সেন্টার।
২১. ডেপুটি রেজিস্ট্রার, ভাইস-চ্যান্সেলর সচিবালয়। মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়-এর সদয় জ্ঞাতার্থে।
২২. গার্ড ফাইল, সংস্থাপন শাখা-১।

০১/১২/২০২১
রেজিস্ট্রার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

স্মারক নং- স্বাঃঅধিঃ/রোগনিঃ/আইএইচআর/কোয়ারেন্টিন/২০২১/২৭৬৫ তারিখ: ২৮/১১/২০২১ খ্রিঃ

বিষয়: নতুন কোভিড-১৯ ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন (B.1.1.529) নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ প্রসঙ্গে।

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সাউথ আফ্রিকা ও অন্যান্য দেশে নতুন ধরনের করোনা ভাইরাস সাউথ আফ্রিকান ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন (B.1.1.529) এর সংক্রমণ দেখা দেওয়ায় অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। World Health Organization (WHO) সকল দেশসমূহকে উক্ত ভ্যারিয়েন্ট সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। যুক্তরাজ্য সহ অনেক দেশ সাউথ আফ্রিকা, নামিবিয়া, জিম্বাবুয়ে, বতসোয়ানা, এসওয়াতিনি এবং লেসোথো এর সাথে আকাশ পথে যোগাযোগ বন্ধ করেছে। করোনা ভাইরাসের এই ভ্যারিয়েন্ট টি ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট হতেও অধিক সংক্রমক বলে বিশেষজ্ঞগণ মতামত প্রকাশ করেন। তাই এই ভাইরাস দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

কোভিড-১৯ সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী নিম্নোক্ত পদক্ষেপ সমূহ কঠোর ভাবে বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করা হলো।

- সাউথ আফ্রিকা, নামিবিয়া, জিম্বাবুয়ে, বতসোয়ানা, এসওয়াতিনি, লেসোথো এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক সময় সময় ঘোষিত অন্যান্য আক্রান্ত দেশ হতে আগত যাত্রীদের বন্দর সমূহে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও স্ক্রিনিং জোরদার করতে হবে।
- সকল ধরনের (সামাজিক/রাজনৈতিক/ধর্মীয়/অন্যান্য) জনসমাগম নিরুৎসাহিত করতে হবে।
- প্রয়োজনে বাইরে গেলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে বাড়ির বাইরে সর্বদা সঠিকভাবে নাক-মুখ ঢেকে মাস্ক পরাসহ সকল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা নিশ্চিত করতে হবে।
- রেস্তোরাঁতে বসে খাওয়ার ব্যবস্থা ধারন ক্ষমতার অর্ধেক বা তার কম করতে হবে।
- সকল প্রকার জনসমাবেশ, পর্যটন স্থান, বিনোদন কেন্দ্র, রিসোর্ট, কমিউনিটি সেন্টার, সিনেমা হল/থিয়েটার হল ও সামাজিক অনুষ্ঠানে (বিয়ে, বৌভাত, জন্মদিন, পিকনিক, পার্টি ইত্যাদি) ধারন ক্ষমতার অর্ধেক বা তার কম সংখ্যক লোক অংশগ্রহণ করতে পারবে।
- মসজিদসহ সকল উপাসনালয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা নিশ্চিত করতে হবে।
- গণপরিবহনে স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে হবে।
- আক্রান্ত দেশ সমূহ হতে আগত যাত্রীদের ১৪ দিন কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করতে হবে।
- সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (সকল মাদ্রাসা, প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক,মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়) ও কোচিং সেন্টারে স্বাস্থ্য বিধি নিশ্চিত করতে হবে।
- সকল স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে সেবা গ্রহিতা, সেবা প্রদানকারী ও স্বাস্থ্য কর্মীদের সর্বদা সঠিকভাবে নাক-মুখ ঢেকে মাস্ক পরাসহ সকল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা নিশ্চিত করতে হবে।
- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ভ্যাকসিন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।
- করোনা উপসর্গ/লক্ষণযুক্ত সন্দেহজনক ও নিশ্চিত করোনা রোগীর আইসোলেশন ও করোনা পজিটিভ রোগীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসা অন্যান্যদের কোয়ারেন্টিনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- কোভিড-১৯ এর লক্ষণযুক্ত ব্যক্তিকে আইসোলেশনে রাখা এবং তার নমুনা পরীক্ষার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় করে সহায়তা করা যেতে পারে।
- অফিসে প্রবেশ এবং অবস্থানকালীন সময়ে বাধ্যতামূলকভাবে নাক-মুখ ঢেকে মাস্ক পরা নিশ্চিত করতে হবে। স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলা দাপ্তরিকভাবে নিশ্চিত করতে হবে।
- কোভিড-১৯ রোগ নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাস করার নিমিত্তে কমিউনিটি পর্যায়ে মাস্ক পরাসহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার সচেতনতা তৈরির জন্য মাইকিং ও প্রচারণা চালানো যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে মসজিদ/মন্দির/গির্জা/প্যাগোডা এর মাইক ব্যবহার করা যেতে পারে এবং ওয়ার্ড কাউন্সিলর/ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যসহ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

২৮/১১/২০২১

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ নাজমুল ইসলাম
পরিচালক, রোগ নিয়ন্ত্রণ
ও লাইন ডাইরেক্টর, সিডিসি
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।